দানিয়েলের গ্রন্থ - সংখ্যা একষট্টি

ভবিষ্যদ্বাণীর বুনন উন্মোচন: দানিয়েলের দর্শনসমূহ, চুক্তি এবং অন্তিম কালের সীলকরণের সময় অনুধাবন

Jeff Pippenger

2024-01-25

অষ্টম অধ্যায়ে দেখানো দুটি দর্শন সম্পর্কে তাকে প্রজ্ঞা ও বোধগম্যতা দিতে গাব্রিয়েল নবম অধ্যায়ে দানিয়েলের কাছে এসেছিলেন।

> তিনি আমাকে জানালেন, আমার সঙ্গে কথা বললেন, এবং বললেন, হে দানিয়েল, তোমাকে জ্ঞান ও বুদ্ধি দিতে আমি এখন এসেছি। তোমার প্রার্থনার শুরুতেই আদেশ জারি হয়েছিল, এবং আমি তা তোমাকে বোঝাতে এসেছি; কারণ তুমি অত্যন্ত প্রিয়। অতএব বিষয়টি বুঝে নাও, এবং দর্শনটি বিবেচনা করো। দানিয়েল ৯:২২, ২৩।

দানিয়েলের যে "বোঝাপড়া" প্রয়োজন ছিল তা পাওয়ার জন্য, গ্যাব্রিয়েল তাকে "বিষয়" এবং "দর্শন"—উভয়ই বুঝতে বলেছিলেন। "বিষয়" ছিল পবিত্রস্থান ও বাহিনীকে পদদলিত করার দর্শন, আর "দর্শন" ছিল ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবরের আবির্ভাবের দর্শন। সিস্টার হোয়াইটও এই দুই দর্শনকে গুরুত্ব দেন, যখন তিনি আমাদের জানান যে দানিয়েল সত্তর বছরের বন্দীদশা ও দুই হাজার তিনশ বছরের সম্পর্কটি বুঝতে চাইছিলেন। সত্তর বছরকে গ্যাব্রিয়েল "বিষয়" হিসেবে শনাক্ত করেছিলেন এবং "দর্শন" ছিল দুই হাজার তিনশ বছর। গ্যাব্রিয়েল যখন দুই হাজার তিনশ বছরের ব্যাখ্যা প্রদান করেন, তখন দানিয়েল শেষ দিনের "জ্ঞানী"দের প্রতিনিধিত্ব করেন। গ্যাব্রিয়েলের ব্যাখ্যায় "জ্ঞানীরা" "বিষয়" এবং "দর্শন"—উভয়কেই চিনে নেয়, কিন্তু দুষ্টরা বোঝে না। মিলারাইটরা "বিষয়" ও "দর্শন" বুঝেছিল, তবে কেবল সীমিতভাবে।

চারশো নব্বই বছরের পরীক্ষাকাল ছিল এমন এক সময়কাল, যা লেবীয় পুস্তকের ২৫ ও ২৬ অধ্যায়ে উপস্থাপিত 'সাতবার'-এর চুক্তির বিরুদ্ধে চারশো নব্বই বছরের বিদ্রোহের ভিত্তিতে নির্ধারিত ছিল। সত্তর বছরের বন্দিদশা ছিল সেই সমস্ত বছরের যোগফল, যখন ভূমিকে তার বিশ্রাম নিতে দেওয়া হয়নি।

যে সপ্তাহে খ্রিস্ট বহুজনের সঙ্গে চুক্তি দৃঢ় করেছিলেন, তা তাঁর চুক্তি সম্পর্কিত বিবাদের একটি চিত্রায়ণ ছিল, যেমনটি ১২৬০ দিনের দুটি সময়কাল দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। ঐ ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সপ্তাহটি ক্রুশ দ্বারা বিভক্ত হয়েছিল, যা ঈশ্বরের সীলকে প্রতীকায়িত করে।

> জীবন্ত ঈশ্বরের সীল কী, যা তাঁর লোকদের ললাটে স্থাপন করা হয়? এটি এমন এক চিহ্ন, যা স্বর্গদূতেরা পড়তে পারে, কিন্তু মানবচক্ষু নয়; কারণ ধ্বংসকারী স্বর্গদূতকে মুক্তির এই চিহ্নটি দেখতে হবে। প্রভুর দত্তক নেওয়া পুত্র-কন্যাদের মধ্যে ক্যালভ্যারির ক্রুশের চিহ্ন বুদ্ধিমান মন দেখেছে। ঈশ্বরের আইনের লঙ্ঘনের পাপ অপসারিত হয়েছে। তারা বিবাহের পোশাক পরিহিত, এবং ঈশ্বরের সব আদেশের প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্ত। ম্যানুস্ক্রিপ্ট রিলিজেস, খণ্ড ২১, পৃষ্ঠা ৫২।

ঐ সপ্তাহটি বারোশো ষাট বছরের দুইটি পর্বকে প্রতীকায়িত করেছিল, যা ৫৩৮ সালের রবিবারের আইনে (পশুর ছাপ) বিভক্ত ছিল; এতে প্রথমে পৌত্তলিকতা এবং পরে

পোপতন্ত্র পবিত্রস্থান ও সেনাবাহিনীকে পদদলিত করেছিল। বারোশো ষাট দিন ধরে খ্রিস্ট তাঁর সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, তারপর আরও বারোশো ষাট দিন খ্রিস্ট তাঁর শিষ্যদের মাধ্যমে একই সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। বারোশো ষাট বছর ধরে শয়তান তার সাক্ষ্য দিয়েছিল পৌত্তলিকতার মাধ্যমে, এবং তারপর আরও বারোশো ষাট বছর শয়তান পোপতন্ত্রের মাধ্যমে তার সাক্ষ্য দিয়েছিল।

যে চুক্তিটি প্রাচীন ইস্রায়েলের অবাধ্যতার কারণে ঈশ্বরের "অভিযোগ"-এ পরিণত হয়েছিল, সেটি ছিল লেবীয় পুস্তকের পঁচিশতম অধ্যায়ে বর্ণিত সেই চুক্তি, যেখানে ভূমিকে বিশ্রাম দেওয়ার বিধান এবং প্রতি ঊনপঞ্চাশতম বছরে উদযাপিত হওয়ার কথা থাকা জুবিলির বিধানও নির্ধারিত ছিল।

> আর প্রভু সীনাই পর্বতে মোশির সঙ্গে কথা বলে বললেন, ইস্রায়েলের সন্তানদের কাছে বলো, এবং তাদের এই কথা বলো, যখন তোমরা সেই দেশে প্রবেশ করবে, যা আমি তোমাদের দিচ্ছি, তখন ভূমি প্রভুর জন্য এক সবত পালন করবে। ছয় বছর তোমরা তোমাদের ক্ষেতে বপন করবে, এবং ছয় বছর তোমাদের দ্রাক্ষাক্ষেত্রে ছাঁটাই করবে, এবং তার ফল সংগ্রহ করবে; কিন্তু সপ্তম বছরে ভূমির জন্য এক বিশ্রামের সবত হবে, প্রভুর জন্য এক সবত: তোমরা তোমাদের ক্ষেতে বপন করবে না, তোমাদের দ্রাক্ষাক্ষেত্রেও ছাঁটাই করবে না। তোমাদের পূর্ববর্তী ফসল থেকে যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জন্মায়, তা তোমরা কাটবে না, আর তোমাদের অপরিচর্যিত দ্রাক্ষালতার আঙুরও সংগ্রহ করবে না; কারণ এটি ভূমির জন্য বিশ্রামের বছর। আর ভূমির এই সবত তোমাদের খাদ্য হবে—তোমাদের জন্য, তোমাদের দাস ও দাসীদের জন্য, তোমাদের মজুরদের জন্য, এবং তোমাদের সঙ্গে বাসকারী বিদেশীর জন্য; আর তোমাদের গবাদিপশু ও তোমাদের দেশে থাকা বন্য পশুদের জন্যও—এর সমস্ত উৎপাদনই খাদ্য হবে। তোমরা নিজেদের জন্য সাতবার সাত বছর, অর্থাৎ সাতটি বছরের সবত গুণে নেবে; আর সেই সাতটি বছরের সবতের কাল তোমাদের জন্য হবে ঊনপঞ্চাশ বছর। তখন তোমরা সপ্তম মাসের দশম দিনে, প্রায়শ্চিত্তের দিনে, তোমাদের সমগ্র দেশে জুবিলির শিঙা ধ্বনিত করবে। আর তোমরা পঞ্চাশতম বছরকে পবিত্র করবে এবং সেই দেশের সমস্ত অধিবাসীর জন্য সর্বত্র স্বাধীনতা ঘোষণা করবে; এটি তোমাদের জন্য জুবিলি হবে; এবং প্রত্যেকে নিজের স্বত্বভূমিতে ফিরে যাবে, প্রত্যেকে নিজের পরিবারে ফিরে যাবে। এই পঞ্চাশতম বছর তোমাদের জন্য জুবিলি হবে: তোমরা বপন করবে না, এতে যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জন্মায় তা কাটবে না, এবং এতে তোমাদের অপরিচর্যিত দ্রাক্ষালতার আঙুরও সংগ্রহ করবে না। কারণ এটি জুবিলি; এটি তোমাদের কাছে পবিত্র হবে: তোমরা মাঠ থেকে যে উৎপন্ন হবে তা খাবে। এই জুবিলির বছরে প্রত্যেকে নিজের স্বত্বভূমিতে ফিরে যাবে। লেবীয় পুস্তক ২৫:১-১৩।

দুই হাজার তিনশো বছরব্যাপী ভবিষ্যদ্বাণীর প্রথম পর্বটি, খ্রিস্ট যে সপ্তাহে চুক্তি দৃঢ় করেছিলেন এবং চারশো নব্বই বছরের মতোই, লেবীয় পুস্তকের পঁচিশ ও ছাব্বিশ অধ্যায়ের "সাতবার"-এর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত।

> অতএব জেনে বোঝো, যে জেরুজালেমে পুনঃস্থাপন ও নির্মাণের আদেশ জারি হওয়া থেকে মশীহ, রাজপুত্রের আগমন পর্যন্ত সাত সপ্তাহ এবং বাষট্টি সপ্তাহ হবে; রাস্তা পুনর্নির্মিত হবে, প্রাচীরও, তবু সংকটময় সময়েও। দানিয়েল ৯:২।

খ্রিস্টপূর্বাব্দ ৪৫৭ সালে শুরু হওয়া ঊনসত্তর সপ্তাহ আপনাকে নিয়ে যায় খ্রিস্টের বাপ্তিস্ম পর্যন্ত, এবং সেই সপ্তাহের শুরুতে পৌঁছায়, যে সপ্তাহে তিনি চুক্তি দৃঢ়

করেছিলেন—যা ছিল ঈশ্বরের 'বিবাদ' সংক্রান্ত চুক্তি। কিন্তু 'সপ্তাহের একটি সপ্তাহ' (ঊনপঞ্চাশ বছর) ছিল, যা 'সাত সপ্তাহ, এবং বাষট্টি সপ্তাহ' এই বাক্যাংশের দ্বারা ঊনসত্তর সপ্তাহ থেকে পৃথক করা হয়েছিল। খ্রিস্টপূর্বাব্দ ৪৫৭ সাল থেকে ঊনপঞ্চাশ বছর নির্ধারিত ছিল, যা লেবীয় পুস্তকের পঁচিশতম অধ্যায়ের চুক্তি এবং জুবিলি উৎসবের প্রতি একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত। সেই ঊনপঞ্চাশ বছর শুধু জুবিলির চক্রগুলোর প্রতীকই ছিল না, বরং পেন্টেকস্টেরও, যা সপ্তাহের উৎসবের ঊনপঞ্চাশ দিনের পরবর্তী পঞ্চাশতম দিন।

তেইশশো বছরের প্রথম ঊনপঞ্চাশ বছর, চারশো নব্বই বছর, এবং যে সপ্তাহে চুক্তি দৃঢ় করা হয়েছিল—এসবই সরাসরি যুক্ত লেবীয় পুস্তকের ছাব্বিশ অধ্যায়ে "সাত গুণ" নামে উপস্থাপিত দুই হাজার পাঁচশো কুড়ি বছরের সঙ্গে। তেইশশো বছরের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিটি উপাদানই সরাসরি যুক্ত সেই "সাত গুণ"-এর সঙ্গে, যেটিকে অ্যাডভেন্টবাদীরা ১৮৬৩ সালে একপাশে সরিয়ে রেখে প্রত্যাখ্যান করেছিল। "সাত গুণ" হলো যুবিলী চুক্তির একটি প্রতীক; আর এই কারণেই এটি লক্ষণীয় যে ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ যখন তেইশশো বছর শেষ হয়েছিল, তখন একই দিনে দুই হাজার পাঁচশো কুড়ি বছরও শেষ হয়েছিল, কারণ মূসা লেবীয় পুস্তকের পঁচিশ অধ্যায়ে লিখে রেখেছিলেন:

> আর তুমি তোমার জন্য বছরের সাতটি সাব্বাথ, অর্থাৎ সাতবার সাত বছর, গণনা করিবে; আর এই সাতটি বছরের সাব্বাথের সময়কাল তোমার জন্য হবে ঊনপঞ্চাশ বছর। তারপর সপ্তম মাসের দশম দিনে, প্রায়শ্চিত্তের দিনে, তুমি যোবেলে শিঙ্গার ধ্বনি তুলিবে; তোমরা তোমাদের সমগ্র দেশে শিঙ্গার ধ্বনি তুলিবে। লেবীয় পুস্তক ২৫:৮, ৯।

দুই হাজার তিনশো বছরের মধ্যে প্রতিটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কাল লেবীয় পুস্তক ২৬-এর 'সাত গুণ'-এর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত—উভয় ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কাল যে দিন সমাপ্ত হয়েছিল সেই দিনটিও এতে অন্তর্ভুক্ত। প্রথম ৪৯ বছর নির্দেশ করেছিল জেরুজালেমের পুনর্নির্মাণ ও পুনঃস্থাপনের কাজকে, যা ঈশ্বরের লোকেরা বাবিল থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে চূড়ান্ত রূপ পাবে। তৃতীয় ফরমানের আগেই মন্দির সম্পন্ন হয়েছিল, যেমন তৃতীয় স্বর্গদূত আগমনের আগেই 'মিলারাইট মন্দির' সম্পন্ন হয়েছিল। তবু খ্রিস্টপূর্ব ৪৫৭-এর পরেও, 'রাস্তা' আবার নির্মিত হওয়া এবং 'দেয়াল'—'বিপদসংকুল সময়েও'—এখনো বাকি ছিল। আলফা ও ওমেগা হিসেবে, যীশু সর্বদা কোনো কিছুর শেষকে তার শুরু দিয়ে উদাহরণস্বরূপ দেখান; আর ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এর পর, মিলারাইটদের 'দুঃসময়েও' 'রাস্তা' ও 'দেয়াল' সমাপ্ত করতে হতো।

সিস্টার হোয়াইট জেরুসালেমকে ঘিরে থাকা আক্ষরিক সুরক্ষার প্রাচীরকে ঈশ্বরের আইনের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করেন, এবং ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এর পরপরই বিশ্বস্তরা স্বর্গীয় পবিত্রস্থানে পরিচালিত হয়েছিল এবং ঈশ্বরের আইন (প্রাচীর)কে স্বীকার করেছিল। ঈশ্বরের আইন, বিশ্রামদিনসহ, স্বীকার করার জন্য মিলারাইটদের প্রাচীন ইস্রায়েলের চুক্তিতে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। আক্ষরিক 'রাস্তা'র পুনরুদ্ধার বলতে বোঝানো হয়েছে সেই পুনরুদ্ধার, যা আত্মিকভাবে সম্পন্ন হয়েছিল, যখন মিলারাইটরা যিরমিয়ার 'প্রাচীন পথসমূহে' ফিরে গিয়েছিল। প্রাচীর ও রাস্তা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে যে 'সংকটময় সময়'-এর কথা বলা হয়েছিল, তা ১৮৪৪ সালের পরে ঘটিত হওয়ার কথা ছিল; এবং তখন যে গৃহযুদ্ধ ঘনিয়ে আসছিল ও অচিরেই সেই ইতিহাসে শুরু হয়েছিল, সেটি সেই সংকটময় সময়কে প্রতিনিধিত্ব করেছিল।

যদি তারা বিশ্বস্ত থাকত, তবে তারা জুবিলির প্রতীকী পঞ্চাশতম বছরে পৌঁছাত (যেখানে দাসদের মুক্তি দেওয়া হয়), যা পেন্টেকস্টের পঞ্চাশতম দিন দিয়ে প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছিল (যেখানে মুক্তির বার্তা সারা পৃথিবীতে পৌঁছে যায়)। কিন্তু ১৮৪৪ সালের পরে অধিকাংশই সাবাথের আলোর বিরোধিতা করল, এবং ১৮৬৩ সালে তারা মূসার বার্তাও ("সাত বার") প্রত্যাখ্যান করল, যা তাদের কাছে এলিয়াহ (উইলিয়াম মিলার) দ্বারা পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। অন্য কথায়, তারা "রাস্তা" (পুরোনো পথসমূহ) থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, যেটি তারা পুনঃস্থাপন করে তাতে চলার কথা ছিল।

যিশু সর্বদা শুরুর মাধ্যমে শেষকে চিত্রিত করেন, আর শেষ কালে যখন দশ কুমারীর দৃষ্টান্ত আবার পুনরাবৃত্ত হয়, তখন যিরূশালেম পুনরুদ্ধারের কাজ আবারও সম্পন্ন হবে। "রাস্তা ও প্রাচীর" "দুঃসময়ে" নির্মিত হবে। আমরা এখন সেই দুঃসময়ে প্রবেশ করছি। ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর শীঘ্রই আসন্ন রবিবারের আইনকে প্রতীকায়িত করে, সুতরাং প্রকাশিত বাক্য একাদশ অধ্যায়ের "মহা ভূমিকম্পের সময়" যখন উপস্থিত হবে, তখন "রাস্তা ও প্রাচীর" দুঃসময়ে নির্মিত হবে। এখন আমরা সেই দুঃসময়কে ইসলামের ক্রমবর্ধমান যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট "জাতিসমূহের ক্রোধ" হিসেবে চিহ্নিত করব।

‘সঙ্কটের সময়’ সম্পর্কে পূর্বে যা লেখা হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, তিনি এমন একটি ব্যাখ্যা দেন, যা ‘Early Writings’ বইয়ে লিপিবিদ্ধ আছে।

> ১. ৩৩ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিতটি দেওয়া আছে: 'আমি দেখেছি যে পবিত্র সাবাথ ঈশ্বরের সত্য ইস্রায়েল ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে বিভাজনের প্রাচীর—এখন আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে; এবং সাবাথই ঈশ্বরের প্রতি, প্রতীক্ষারত সন্তদের হৃদয়কে ঐক্যবদ্ধ করার প্রধান বিষয়। আমি দেখেছি যে ঈশ্বরের এমন সন্তান আছে, যারা সাবাথের বিষয়টি বোঝেনি বা তা পালনও করেনি। তারা এ বিষয়ে প্রদত্ত আলোককে প্রত্যাখ্যান করেনি। আর দুঃসময়ের সূচনায়, যখন আমরা বেরিয়ে গিয়ে সাবাথকে আরও পরিপূর্ণভাবে প্রচার করছিলাম, তখন আমরা পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়েছিলাম.'
>
> এই দর্শনটি ১৮৪৭ সালে দেওয়া হয়েছিল, যখন অ্যাডভেন্টিস্ট ভ্রাতৃগণের মধ্যে খুব অল্পই বিশ্রামদিন পালন করতেন; এবং তাদের মধ্যেও অল্প কয়েকজনই ধারণা করতেন যে এর পালন এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে তা ঈশ্বরের লোকদের সঙ্গে অবিশ্বাসীদের মধ্যে একটি সীমারেখা টানতে পারে। এখন সেই দর্শনের পরিপূর্তি দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে। এখানে উল্লেখিত 'সেই ক্লেশের সময়ের সূচনা' বলতে বোঝানো হয়েছে সেই সময়কে নয় যখন মারীগুলি ঢালা শুরু হবে, বরং তার ঠিক আগের একটি স্বল্পকালীন সময়কে, যখন খ্রিস্ট পবিত্রস্থানে থাকবেন। সেই সময়, যখন পরিত্রাণের কাজ সমাপ্তির দিকে, পৃথিবীতে বিপদ নেমে আসবে, এবং জাতিসমূহ ক্রুদ্ধ হবে; তবু তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা হবে, যাতে তৃতীয় স্বর্গদূতের কাজ বাধাগ্রস্ত না হয়। সেই সময় 'পরবর্তী বৃষ্টি', অর্থাৎ প্রভুর উপস্থিতি থেকে আসা সজীবতা, নেমে আসবে, যাতে তৃতীয় স্বর্গদূতের উচ্চ কণ্ঠের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং সাধুগণ প্রস্তুত হন সেই সময়ে দাঁড়াতে, যখন শেষ সাতটি মারী ঢেলে দেওয়া হবে। Early Writings, 85.

অনুগ্রহ-কালের সমাপ্তির পূর্বে একটি "সংক্ষিপ্ত সময়কাল" থাকবে, যখন "জাতিসমূহ ক্রোধান্বিত হবে, তবু নিয়ন্ত্রণে ধরা থাকবে।" একই সময়ে "পরবর্তী বৃষ্টি" আসে। "জাতিসমূহের ক্রোধান্বিত হওয়া" একটি প্রতীক, যা প্রকাশিত বাক্য-এর একাদশ অধ্যায়ে চিহ্নিত করা হয়েছে।

> আর জাতিসমূহ ক্রুদ্ধ হয়েছিল, আর তোমার ক্রোধ এসে গেছে, আর মৃতদের বিচার করার সময় এসে গেছে—যাতে তারা বিচারপ্রাপ্ত হয়—এবং যাতে তুমি তোমার দাস নবীদের, পবিত্রদের, এবং যারা তোমার নামকে ভয় করে—ছোট-বড় সকলকে—পুরস্কার দাও; এবং যারা পৃথিবীকে ধ্বংস করে তাদের তুমি ধ্বংস কর। প্রকাশিত বাক্য ১১:১৮।

সিস্টার হোয়াইট এই পদ নিয়ে মন্তব্য করেন।

> আমি দেখলাম যে জাতিসমূহের ক্রোধ, ঈশ্বরের ক্রোধ, এবং মৃতদের বিচার করার সময়—এগুলো পৃথক ও স্বতন্ত্র; একটির পর একটি ঘটবে। আরও দেখলাম যে মীখায়েল এখনও উঠে দাঁড়াননি, এবং এমন বিপদের সময়—যেমন আগে কখনও ছিল না—এখনও শুরু হয়নি। এখন জাতিসমূহ ক্রুদ্ধ হচ্ছে, কিন্তু আমাদের মহাযাজক পবিত্রস্থানে তাঁর কাজ শেষ করলে তিনি উঠে দাঁড়াবেন, প্রতিশোধের বস্ত্র পরিধান করবেন, এবং তারপর শেষ সাতটি বালা ঢেলে দেওয়া হবে।
>
> আমি দেখলাম যে চারজন স্বর্গদূত যীশুর পবিত্রস্থানে কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত চার দিকের বাতাস ধরে রাখবে, এবং তারপর আসবে শেষ সাতটি মহামারী। আর্লি রাইটিংস, ৩৬।

"জাতিসমূহের ক্রুদ্ধ হওয়া" অনুগ্রহের সময় শেষ হওয়ার ঠিক আগে ঘটে, কারণ এর পরেই "ঈশ্বরের ক্রোধ" আসে। "ঈশ্বরের ক্রোধ" ঘটে যখন অনুগ্রহের সময় শেষ হয়, এবং "মৃতদের বিচার করার সময়" বলতে সহস্রাব্দকালে সংঘটিত এক বিচারকে বোঝায়; এটি ১৮৪৪ সালে শুরু হওয়া মৃতদের বিচারকে বোঝায় না।

> আমি দেখলাম, স্বর্গ থেকে এক স্বর্গদূত অবতরণ করল; তার হাতে ছিল অতল গহ্বরের চাবি এবং একটি বৃহৎ শিকল। সে সেই ড্রাগনকে—সেই প্রাচীন সর্পকে—যে হল শয়তান, অর্থাৎ সাতান, ধরে ফেলল এবং তাকে এক হাজার বছরের জন্য বেঁধে রাখল। তারপর তাকে অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করল, সেখানে তাকে বন্ধ করে দিল, এবং তার উপর সীলমোহর স্থাপন করল, যাতে সে আর জাতিদের প্রতারিত করতে না পারে, যতক্ষণ না সেই এক হাজার বছর পূর্ণ হয়; এরপর অল্প সময়ের জন্য তাকে মুক্ত করা হবে। আমি সিংহাসনগুলো দেখলাম, এবং তাতে যারা বসেছিল তাদেরকে বিচার করার ক্ষমতা দেওয়া হল; আর আমি তাদের আত্মাগুলোকেও দেখলাম—যাদের যীশুর সাক্ষ্যের জন্য এবং ঈশ্বরের বাক্যের জন্য শিরচ্ছেদ করা হয়েছিল, এবং যারা পশুকে বা তার প্রতিমাকে উপাসনা করেনি, এবং তাদের কপালে বা হাতে তার চিহ্ন গ্রহণ করেনি; এবং তারা জীবিত হয়ে খ্রীষ্টের সাথে এক হাজার বছর রাজত্ব করল। প্রকাশিত বাক্য ২০:১-৪.

সন্তদেরকে যে বিচার "দেওয়া হয়েছে", তা সূচিত করে যে তারা সহস্রাব্দকালে দুষ্টদের ওপর বিচার করবে, তাদেরই বিচার করা হবে—এমন নয়।

> প্রথম ও দ্বিতীয় পুনরুত্থানের মধ্যবর্তী এক হাজার বছরের সময়ে দুষ্টদের বিচার অনুষ্ঠিত হয়। প্রেরিত পৌল এই বিচারকে দ্বিতীয় আগমনের পরবর্তী একটি ঘটনা হিসেবে নির্দেশ করেন। 'সময় আসার আগে, যতক্ষণ না প্রভু আসেন, কিছুই বিচার করো না; তিনি অন্ধকারের গুপ্ত বিষয়গুলো আলোর মধ্যে আনবেন এবং হৃদয়ের অভিপ্রায়সমূহ প্রকাশ করবেন।' ১ করিন্থীয় ৪:৫। দানিয়েল ঘোষণা করেন যে দিনের প্রাচীনজন যখন এলেন, 'সর্বোচ্চের সাধুদের হাতে বিচার অর্পিত হলো।' দানিয়েল ৭:২২। এই সময় ধার্মিকেরা ঈশ্বরের জন্য রাজা ও যাজক হিসেবে রাজত্ব করেন। প্রকাশিত বাক্যে যোহন বলেন: 'আমি সিংহাসনসমূহ দেখলাম, এবং তারা তাতে বসল, এবং তাদের কাছে বিচার অর্পিত হলো।' 'তারা ঈশ্বর ও খ্রিস্টের যাজক হবে, এবং তাঁর সঙ্গে

> এক হাজার বছর রাজত্ব করবে।' প্রকাশিত বাক্য ২০:৪, ৬। এই সময়েই, যেমন পৌল বলেছিলেন, 'সাধুগণ জগতের বিচার করবেন।' ১ করিন্থীয় ৬:২। খ্রিস্টের সঙ্গে ঐক্যে তারা দুষ্টদের বিচার করেন, তাদের কর্মসমূহকে বিধির বই, অর্থাৎ বাইবেলের সঙ্গে তুলনা করে, এবং দেহে করা কাজ অনুযায়ী প্রতিটি মামলার রায় নির্ধারণ করেন। তারপর তাদের কাজ অনুসারে দুষ্টদের ভোগ্য শাস্তির পরিমাণ নির্ধারিত হয়; এবং তা মৃত্যুর বইয়ে তাদের নামের বিপরীতে লিপিবদ্ধ করা হয়।
>
> শয়তান এবং দুষ্ট স্বর্গদূতদেরও খ্রিস্ট ও তাঁর প্রজা বিচার করবেন। পৌল বলছেন: 'তোমরা কি জান না যে আমরা স্বর্গদূতদের বিচার করব?' ৩ পদ। আর যিহূদা ঘোষণা করছেন যে, 'যে স্বর্গদূতরা নিজেদের প্রথম অবস্থান রক্ষা করেনি, বরং নিজেদের বাসস্থান ত্যাগ করেছে, তিনি তাদেরকে মহান দিনের বিচার পর্যন্ত অন্ধকারের অধীনে চিরস্থায়ী শৃঙ্খলে সংরক্ষিত করে রেখেছেন।' যিহূদা ৬।
>
> হাজার বছরের শেষে দ্বিতীয় পুনরুত্থান ঘটবে। তখন দুষ্টরা মৃতদের মধ্য থেকে জাগানো হবে এবং 'লিখিত বিচার' কার্যকর করার জন্য ঈশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হবে। সুতরাং ধার্মিকদের পুনরুত্থান বর্ণনা করার পর প্রকাশিত বাক্যের দ্রষ্টা বলেন: 'অবশিষ্ট মৃতরা হাজার বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আর জীবিত হল না।' প্রকাশিত বাক্য ২০:৫। আর দুষ্টদের বিষয়ে যিশাইয় ঘোষণা করেন: 'যেমন বন্দীদের গর্তে জড়ো করা হয়, তেমনই তাদের একত্র করা হবে; এবং তাদের কারাগারে আবদ্ধ করে রাখা হবে; এবং বহু দিনের পরে তাদের পরিদর্শন করা হবে।' যিশাইয় ২৪:২২। The Great Controversy, 660, 661.

সুতরাং স্পষ্ট যে "জাতিসমূহের ক্রুদ্ধ হওয়া" বলতে বোঝানো হয়েছে সেই "দুঃসময়" যা পরীক্ষাকাল শেষ হওয়ার আগে বিশ্বের উপর নেমে আসে, এবং যখন "জাতিসমূহ ক্রুদ্ধ হয়", তখন তাদের একই সঙ্গে "নিয়ন্ত্রণে রাখা" হয়।

> "আমি দেখলাম যে জাতিগুলোর ক্রোধ, ঈশ্বরের ক্রোধ, এবং মৃতদের বিচার করার সময়—এগুলো পরস্পর থেকে আলাদা ও স্বতন্ত্র ছিল; একটির পর আরেকটি ঘটেছিল।" আর্লি রাইটিংস, ৩৬।

যখন "জাতিসমূহ ক্রুদ্ধ হয়," তখন পরবর্তী বৃষ্টি পড়তে শুরু করে।

> "সে সময়, যখন উদ্ধারকার্য সমাপ্তির দিকে এগোচ্ছে, পৃথিবীতে বিপদ আসবে, এবং জাতিসমূহ ক্রোধান্বিত হবে, তবুও তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা হবে যাতে তৃতীয় স্বর্গদূতের কাজ ব্যাহত না হয়। সে সময় 'শেষ বৃষ্টি', অর্থাৎ প্রভুর উপস্থিতি থেকে আসা সতেজতা, আসবে—তৃতীয় স্বর্গদূতের জোরালো কণ্ঠস্বরকে শক্তি দিতে, এবং সাধুগণকে প্রস্তুত করতে, যাতে তারা সেই সময়ে অটল থাকতে পারে যখন শেষ সাতটি মহামারি ঢেলে দেওয়া হবে।" Early Writings, 85.

একটি সময় আসে যখন "জাতিসমূহ ক্রোধান্বিত হয়," কিন্তু একই সঙ্গে তারা "নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়।" তখনই খ্রিস্ট তাঁর মহিমার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, কারণ তিনি অন্তিম বৃষ্টির সময়ে তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

> "পরবর্তী বৃষ্টি তাদের ওপর আসছে, যারা শুচি—তখন সকলেই পূর্বের ন্যায় তা গ্রহণ করবে।

> "যখন চারজন স্বর্গদূত ছেড়ে দেবে, খ্রিস্ট তাঁর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবেন। যারা তাদের সাধ্য অনুযায়ী সব করছেন, তাদের ছাড়া কেউই অন্তিম বৃষ্টি পাবে না।" Spalding and Magan, 3.

"Early Writings" গ্রন্থের পূর্ববর্তী দুটি অংশে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন জাতিসমূহ ক্রোধান্বিত হয় এবং একই সঙ্গে "নিয়ন্ত্রণে রাখা" হয়, তখন চার স্বর্গদূত চার বাতাসকে আটকে রাখেন। অতএব জাতিসমূহের ক্রোধান্বিত হওয়াকেই "চার বাতাস" হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, যখন চার স্বর্গদূত ক্রোধান্বিত জাতিসমূহকে নিয়ন্ত্রণে ধরে রাখবেন, তখনই শেষ বৃষ্টি নেমে আসবে। যে সময়কাল শেষ বৃষ্টি আগমনের সঙ্গে শুরু হয়—যে সময়ে জাতিসমূহ ক্রোধান্বিত হলেও নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়—সেটি চলতে থাকে যতক্ষণ না মিখায়েল উঠে দাঁড়ান এবং মানবের অনুগ্রহকাল সমাপ্ত হয়। সেই সময়কালটি এমন এক সময়, যখন পরিত্রাণের দরজা বন্ধ হতে থাকে; অতএব তা পরমপবিত্র স্থানে খ্রিষ্টের শেষকার্যকে নির্দেশ করে—যে সময়ে তিনি হয় মানুষের পাপসমূহ মুছে দিচ্ছেন, নয়তো তাদের নামসমূহ বিচারের পুস্তকসমূহ থেকে মুছে দিচ্ছেন। যে সময়ে স্বর্গদূতেরা চার বাতাস ধরে রেখেছেন, সেই সময়কালই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মোহরকরণের সময়।

তৃতীয় ‘হায়’-এর ইসলামই সেই শক্তি যা ‘জাতিদের ক্রোধান্বিত করে’, এবং তৃতীয় ‘হায়’ ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ এসে পৌঁছায়, কিন্তু ইসলামকে সঙ্গে সঙ্গেই ‘নিয়ন্ত্রণে রাখা’ হয়েছিল। ‘পূর্ব বাতাস’ ইসলাম-এর একটি প্রতীক, এবং ইশাইয়া ‘পূর্ব বাতাস’-কে ‘প্রচণ্ড বাতাস’ হিসেবে চিহ্নিত করেন, যেটিকে ঈশ্বর ‘থামিয়ে রাখেন’ (রোধ করেন)। ইসলামের যুদ্ধকে বারবার প্রসববেদনায় কাতর এক নারীরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে, কারণ এটি একটি ক্রমশ তীব্রতর হওয়া যুদ্ধ, যা শুরু হয়েছিল ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ, যখন ‘প্রকাশিত বাক্য’-এর আঠারো নম্বর অধ্যায়ের শক্তিশালী স্বর্গদূত অবতীর্ণ হন, যার নিদর্শন ছিল নিউ ইয়র্ক সিটির বিশাল ভবনগুলির পতন।

> “এখন কি এই কথা প্রচারিত হচ্ছে যে আমি ঘোষণা করেছি, নিউ ইয়র্ক জোয়ার-ভাটার এক বিশাল ঢেউ দ্বারা ভেসে যাবে? এ কথা আমি কখনও বলিনি। আমি বলেছি, সেখানে যখন আমি একের পর এক উঁচু অট্টালিকা নির্মিত হতে দেখেছিলাম, ‘প্রভু যখন পৃথিবীকে ভয়ঙ্করভাবে কাঁপিয়ে তুলতে উঠিয়া দাঁড়াবেন, তখন কী ভয়াবহ দৃশ্য সংঘটিত হবে! তখন প্রকাশিত বাক্য 18:1–3-এর বাক্যসমূহ পূর্ণ হবে।’ প্রকাশিত বাক্যের অষ্টাদশ অধ্যায়ের সমগ্রটাই পৃথিবীর উপর যা আসছে, তার বিষয়ে এক সতর্কবাণী। কিন্তু নিউ ইয়র্কের উপর বিশেষভাবে কী আসছে, সে সম্বন্ধে আমার কোনো নির্দিষ্ট আলোকপ্রাপ্তি নেই; শুধু এতটুকু জানি যে, একদিন সেখানে সেই বিরাট অট্টালিকাগুলি ঈশ্বরের শক্তির মোড় ঘোরানো ও উলট-পালট করে দেওয়ার দ্বারা নিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। আমাকে প্রদত্ত আলোক থেকে আমি জানি যে, জগতে ধ্বংস উপস্থিত আছে। প্রভুর একটি বাক্য, তাঁর মহাশক্তির একটি স্পর্শ, আর এই বিপুল স্থাপনাসমূহ পতিত হবে। এমন সব দৃশ্য সংঘটিত হবে, যার ভয়াবহতা আমরা কল্পনাও করতে পারি না।” Review and Herald, July 5, 1906.

১৮৪৩ ও ১৮৫০ সালের চার্টগুলোতে ইসলামকে “যুদ্ধ-ঘোড়া” হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। প্রকাশিত বাক্য নবম অধ্যায়ে, যেখানে প্রথম ও দ্বিতীয় “হায়”-এ উল্লিখিত ইসলামকে তুলে ধরা হয়েছে, সেখানে ইসলামের চরিত্র ইসলামের রাজার নাম দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।

> আর তাদের উপর একজন রাজা ছিল, যিনি হলেন অতল গহ্বরের স্বর্গদূত; যাঁর নাম হিব্রু ভাষায় আবাদ্দন, কিন্তু গ্রিক ভাষায় তাঁর নাম আপোল্ল্যোন। প্রকাশিত বাক্য ৯:১১।

উক্ত পদটি, যা নবম অধ্যায় ও একাদশ পদ, ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে চিহ্নিত করে যে, পুরাতন নিয়মে (হিব্রুতে) বা নতুন নিয়মে (গ্রিকে) যেভাবেই উপস্থাপিত হোক না কেন, ইসলামের চরিত্র হলো Abaddon বা Apollyon। উভয় নামের অর্থ "ধ্বংস ও মৃত্যু"।

> "স্বর্গদূতেরা চার বায়ুকে ধরে রেখেছেন—যা এক ক্রুদ্ধ ঘোড়ারূপে চিত্রিত, যে মুক্ত হয়ে সমগ্র পৃথিবীর পৃষ্ঠ জুড়ে ছুটে যেতে চাইছে, আর তার পথে ধ্বংস ও মৃত্যু বয়ে আনছে।" Manuscript Releases, খণ্ড 20, 217.

বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীতে চার বাতাসকে একটি ক্রুদ্ধ অশ্ব হিসেবে দেখানো হয়েছে, যা বন্ধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ক্রুদ্ধ অশ্বের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি হলো যে এটি বাঁধা বা নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় আছে, কিন্তু এটি বন্ধন ছিঁড়ে বেরিয়ে এসে সমগ্র পৃথিবীর উপর "ধ্বংস ও মৃত্যু" নেমে আনতে চাইছে।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাব।

> আহা, যদি ঈশ্বরের লোকেরা হাজারো নগরের আসন্ন ধ্বংস সম্পর্কে সচেতন হতো, যেগুলো এখন প্রায় সম্পূর্ণ মূর্তিপূজায় সমর্পিত! কিন্তু যাঁদের সত্য ঘোষণা করার কথা, তাদের অনেকেই নিজের ভাইদের দোষারোপ ও নিন্দা করছে। যখন ঈশ্বরের রূপান্তরকারী শক্তি মনুষ্যমনে কাজ করবে, তখন একটি সুস্পষ্ট পরিবর্তন ঘটবে। মানুষের আর সমালোচনা করা বা ভেঙে ফেলার প্রবণতা থাকবে না। তারা এমন অবস্থানে দাঁড়াবে না যা বিশ্বে আলোর জ্যোতি ছড়ানোকে বাধা দেয়। তাদের সমালোচনা, তাদের দোষারোপ থেমে যাবে। শত্রুর শক্তিগুলো যুদ্ধের জন্য সমবেত হচ্ছে। আমাদের সামনে দুর্ধর্ষ সংঘর্ষ অপেক্ষা করছে। ভাই ও বোনেরা, আরও ঘনিষ্ঠভাবে একত্র হও, একত্র হও। খ্রিষ্টের সঙ্গে যুক্ত হও। 'তোমরা বলো না, "একটি জোট," . . . তাদের যে ভয়, তোমরা সে ভয় করো না, ভীত হয়ো না। সেনাবাহিনীর প্রভুকে নিজেই পবিত্র গণ্য করো; তিনিই তোমাদের ভয় হোন, তিনিই তোমাদের শঙ্কা হোন। আর তিনি হবেন একটি আশ্রয়স্থান; কিন্তু ইস্রায়েলের উভয় গৃহের জন্য তিনি হবেন হোঁচটের পাথর ও আপত্তির শিলা, এবং জেরুজালেমের অধিবাসীদের জন্য ফাঁস ও ফাঁদ। আর তাদের মধ্যে অনেকে হোঁচট খাবে, পড়ে যাবে, চূর্ণবিচূর্ণ হবে, ফাঁদে পড়বে, এবং ধরা পড়বে।'
>
> পৃথিবী এক নাট্যমঞ্চ। এর অধিবাসীরা—অভিনেতারা—শেষ মহা নাটকে নিজেদের ভূমিকায় অভিনয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ঈশ্বরকে দৃষ্টির আড়ালে রাখা হয়েছে। মানবজাতির বৃহৎ জনসমষ্টির মধ্যে কোনো ঐক্য নেই; কেবল যখন মানুষ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য জোট বাঁধে, তখনই কিছুটা ঐক্য দেখা যায়। ঈশ্বর দেখছেন। তাঁর বিদ্রোহী প্রজাদের বিষয়ে তাঁর উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়িত হবে। পৃথিবী মানুষের হাতে সমর্পিত হয়নি, যদিও ঈশ্বর কিছু সময়ের জন্য বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলার উপাদানগুলোকে প্রভাব বিস্তার করতে দিচ্ছেন। অধোলোকের এক শক্তি কাজ করছে নাটকের শেষ মহা দৃশ্যসমূহ আনতে—খ্রিষ্টরূপে শয়তানের আগমন, এবং গোপন সংঘে নিজেদের একত্রে বাঁধছে এমনদের মধ্যে অধার্মিকতার সমস্ত প্রতারণা নিয়ে কাজ করা। যারা জোটবদ্ধতার মোহে আত্মসমর্পণ করছে, তারা শত্রুর পরিকল্পনাই বাস্তবায়ন করছে। কারণের পরে ফল আসবেই।

পাপাচার প্রায় তার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছেছে। বিশ্বজুড়ে বিভ্রান্তি ছিয়ে গেছে, এবং অতি শীঘ্রই মানবজাতির উপর এক মহা আতঙ্ক নেমে আসবে। শেষ একেবারেই ঘনিয়ে এসেছে। আমরা যারা সত্য জানি, আমাদের উচিত প্রস্তুতি নেওয়া সেই ঘটনার জন্য, যা শিগগিরই এক অভিভূতকর বিস্ময় হিসেবে পৃথিবীর উপর ভেঙে পড়বে। রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ড, ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯০৩।